রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৩০, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১শে মে, ১৯৯৫ ইং/৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ বাং

এস, আর, ও, নং ৭৪-আইন/৯৫/শা-১০/রায়-১/৯৫।—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	১১০/৯০
২।	অভিযোগ মামলা নং	৪৬/৯২
৩।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৫০/৯২
৪।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৪৮/৯৩

মূল্য : টাকা ১০.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
৫।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৪/৯৩
৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	২০/৯৩
৭।	অভিযোগ মামলা নং	২৩/৯৩
৮।	অভিযোগ মামলা নং	৫০/১৯৯৪
৯।	অভিযোগ মামলা নং	৭/১৯৯৪
১০।	অভিযোগ মামলা নং	১৮/১৯৯৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোল্লা গোলাম সারওয়ার
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
অভিযোগ মোকদ্দমা নং-১১০/৯০

সাবের আহম্মদ,
পিতা মৃত নাজির আহম্মদ,
গ্রাম কাজিরকুল, পোঃ কাজিরকুল,
উপজেলা ঃ সেনবাগ, জিলা ঃ নোয়াখালী,
বর্তমান ঠিকানা ঃ প্লট নং-৮১২, দক্ষিণ ধনিয়া,
থানা ঃ ডেমরা, পোঃ ফরিদাবাদ, ঢাকা।

.....প্রথম পক্ষ

(১) পূবালী ব্যাংক লিঃ,
পক্ষে উহার চেয়ারম্যান,
পূবালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,
২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
পূবালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,
২৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৩) জেনারেল ম্যানেজার,
পুবালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,
২৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(৪) ম্যানেজার,
পুবালী ব্যাংক,
ফেনী শাখা, ফেনী।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী খোরশেদ আলী, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব এস, এস, খালেক, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ : ১৩-২-৯৫।

—: রায় :—

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ১৯৬৪ সনে তৎকালীন ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকে অফিসরায় হিসাবে যোগদান করিয়া ১৯৬৬ সনে পিয়ন পদে পদোন্নতি পান এবং ইং ৪-১-৬৯ তারিখ তাহাকে চাকুরীতে স্থিরতর (confirm) করেন। ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের ইং ৪-১-৬৯ তারিখ তাহাকে চাকুরীতে স্থিরতর (confirm) করেন।
পর উক্ত ব্যাংকের নামকরণ করা হয় পুবালী ব্যাংক। প্রথম পক্ষের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯৭৬ সনে তাহাকে জমাদার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ১,২৪৬ টাকা। ইং ১৯৮৮ সনে তাহার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিলে তিনি ইং ১৪-১১-৮৮ তারিখ অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত না জানানোর ফলে তিনি পুনরায় ১৯৮৯ সনে আরেকটি আবেদনপত্র প্রদান করেন। কর্তৃপক্ষ উহারও কোন জবাব প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার দরখাস্তের খবর নিতে প্রধান কার্যালয়ে গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে। খোঁজ নিয়া তিনি আরও জানিতে পারেন যে, তাহার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চার্জসীট হইয়াছে এবং তদন্তও হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পক্ষকে উপরোক্ত বিষয় কিছুই জানানো হয় নাই। প্রথম পক্ষ প্রধান কার্যালয় হইতে কারণ দর্শানো নোটিশের একটি কপি সংগ্রহ করিয়া জবাব দাখিল করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্যায়ভাবে তাহাকে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাহাকে উক্ত ঠিকানায় কোন চিঠিপত্র দেওয়া হয় নাই এবং বরখাস্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২৫-৮-৮৮ তারিখ হইতে ৮ (আট) দিনের মঞ্জুরীকৃত ছুটিতে ঢাকায় আসিয়া স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে নিয়া যান এবং শ্বশুরের আর্থিক সহায়তায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি টেলিগ্রাম ও রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে ছুটি বর্ধিত করার আবেদন করেন। ইতিমধ্যে স্ত্রীর অসুস্থতা ও সংসারের মারাত্মক বিশৃংখল পরিস্থিতিতে তিনি ইং ১৪-১১-৮৮ তারিখ চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের দরখাস্ত করেন এবং উহার কোন সিদ্ধান্ত তাহাকে জ্ঞাত না করায় তিনি ইং ৩-৯-৮৯ তারিখ আরেকটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কোন বৈধ-তদন্ত না করিয়া এবং প্রথম পক্ষকে জ্ঞাত না করিয়াই সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে তাহাকে

চাকুরী হইতে দরখাস্ত করা হইয়াছে। তিনি ইং ১৫-৭-৯০ তারিখ ব্যাংকের কার্যালয়ে আসিয়া নোটিশ বোর্ডে বরখাস্তের নোটিশ দেখিতে পান। প্রথম পক্ষ ঐদিনই বরখাস্তের কপি সংগ্রহ করিয়া ইং ২৫-৭-৯০ তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উহার কোন প্রতিকার না করায় তিনি বরখাস্ত আদেশ বাতিলপূর্বক বকেয়া বেতন ও আনুসাংগিক বেনিফিটসহ তাহাকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের দাখিলী মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত এবং মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। প্রথম পক্ষকে চাকুরীকালীন সময়ে অনেকবার সতর্ক করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তারিখ চার বার চার্জসীট করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ ইং ২-৯-৮৮ তারিখ হইতে বে-আইনীভাবে অনুপস্থিত থাকেন। প্রথম পক্ষের ব্যক্তিগত নথির ঠিকানাতে চার্জসীট, কারণ দর্শানো নোটিশ, তদন্ত নোটিশ ইত্যাদি প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং উহার তাহার না পাওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হইয়াছে এবং তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের কোন উত্তর প্রদান না করায় এবং তদন্তে উপস্থিত না হওয়ার কারণে তাহার অনুপস্থিতিতে নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছে। তাহাকে তদন্তে উপস্থিত হইবার সমস্ত সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি তদন্তে উপস্থিত হন নাই। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশও সঠিকভাবে এবং সময়মত জারী করা হয়। প্রথম পক্ষকে ডিসমিসের আদেশ সঠিকভাবে প্রদান করা হইলেও তাহার দরখাস্তের ভিত্তিতে ইং ১৫-৭-৯০ তারিখ তাহাকে অতিরিক্ত আরেকটা কপি প্রদান করা হয় এবং তাহার অনুযোগ পত্রের জবাব রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ইং ১৯-১১-৯০ তারিখে প্রেরণ করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরী হইতে ডিসমিসের আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে অবসর গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ প্রদানপূর্বক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাই এই মোকদ্দমায় প্রতিকার পাইতে হইলে প্রথম পক্ষকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে তদন্ত হইয়াছে উহাও ত্রুটিযুক্ত এবং তিনি তদন্তের কোন নোটিশ পান নাই। প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দী করেন। তিনি স্বাক্ষী হিসাবে তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—৮(এ) প্রমাণ করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি তাহার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে পর পর দুইবার ছুটির দরখাস্ত এবং ইং ১৪-১১-৮৮ তারিখও ৩-৯-৮৯ তারিখ অবসর গ্রহণের দরখাস্ত দাখিল করিলেও কর্তৃপক্ষ উক্ত দরখাস্তের কোন প্রতিকার করেন নাই। তিনি খবর নিয়া জানিতে পারেন যে, ইং ২৮-২-৯০ তারিখ

তাহাকে চার্জসীট করা হইয়াছে (প্রদর্শনী-৪)। তিনি উহার জবাব দেন (প্রদর্শনী-৫)। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার সাথে আর যোগাযোগ করেন নাই। পরে ইং ১৫-৭-৯০ তারিখ হেড অফিসের নোটিশ বোর্ডে তিনি তাহার বরখাস্তের আদেশ দেখিতে পাইয়া ঐদিনই কপির জন্য দরখাস্ত করেন এবং কপি পান (প্রদর্শনী-৭)। উহার পর ইং ২৫-৯-৯০ তারিখ তিনি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন (প্রদর্শনী-৮)। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটির কোন মঞ্জুরী Sanction দেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ৮৮–৯০ তক তাহার ছুটি পাওনা আছে কি না তিনি উহার কোন খোঁজ নিতে পারেন নাই। তিনি জেরার সময় নির্দিষ্টভাবে স্বীকার করেন যে, চাকুরী যাবার খবর পাবার প্রায় ১ মাস পরে তিনি গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং তাহার স্বীকারোক্তির হইতে দেখা যায় যে, ডিসমিসের খবর পাইয়া তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই। তাই মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। আর ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর না করাইয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের দরখাস্ত দাখিল করারও আইনসংগত কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তদন্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের ১ নং স্বাক্ষী এ, বি, এম ফজলুল কাদির, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তিনি তদন্তকারী অফিসার হিসাবে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের একতরফা নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন (প্রদর্শনী-খ সিরিজ)। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তে হাজির হইবার জন্য তিনি দুই বার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রথম পক্ষ হাজির হন নাই। তাই তিনি একতরফা তদন্ত করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের শেষ ঠিকানায় তিনি কোন নোটিশ পাঠান নাই। কারণ তিনি উহা জানিতেন না। দ্বিতীয় পক্ষের ২ নং স্বাক্ষী মোঃ মতিয়র রহমান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত ইং ৩-১২-৮৯ তারিখের অভিযোগপত্রের (প্রদর্শনী-গ) তদন্তকারী অফিসার হিসাবে প্রথম পক্ষকে তদন্তে হাজির হইবার জন্য তিনটা ঠিকানায় তিনটা নোটিশ দিয়াছেন এবং উহার মধ্যে ২টা বিনা জারীতে ফেরত আসিয়াছে (প্রদর্শনী-ঘ)। প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির না হওয়ার জন্য তিনি একতরফাভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-চ) দাখিল করেন। তিনি তদন্ত কার্যক্রম (প্রদর্শনী-ঙ) প্রমাণ করেন। তিনি প্রদর্শনী-গ-চ পর্যন্ত প্রমাণ করেন। তিনি আরও জবানবন্দি করেন যে, নিরপেক্ষ তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুযায়ী প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং প্রদর্শনী-১ ও ২ এ কোন রিসিভিং সীল ছিল না। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি, প্রদর্শনী-২ এ প্রদত্ত ঠিকানায় কোন নোটিশ প্রদান করেন নাই যেহেতু তিনি উক্ত ঠিকানা জানিতেন না। প্রদর্শনী-১-এ প্রথম পক্ষের চট্টগ্রামের কোন ঠিকানা প্রদান করা হয় নাই। আর প্রদর্শনী-২ এ চট্টগ্রামের ঠিকানা দেখান হইলেও উক্ত দরখাস্ত দুইটি যে দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নথিতে নাই। তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে ডিসমিসের আদেশের কপি পাওয়ার দরখাস্ত দাখিল করার দিনই তাহাকে উহা প্রদান করা হয়। যদি ২য় পক্ষের অসৎ উদ্দেশ্য থাকিত তবে দরখাস্ত দাখিলের দিনই বরখাস্ত আদেশের কপি প্রদান করার কথা নয়। যাহা হউক, উভয়ের আলোচনায় দেখা যে, প্রথম পক্ষের চট্টগ্রামের ঠিকানা যে দ্বিতীয় পক্ষ বা তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয় জানিতেন এমন কোন প্রমাণ প্রথম পক্ষ দিতে পারেন নাই। আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে একতরফা তদন্ত হইয়াছে উহাতেও বে-আইনীর কিছু প্রথম পক্ষ দেখাইতে পারেন নাই। তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে বিধায় উক্ত বরখাস্ত আদেশ বাতিলের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর বরখাস্ত আদেশ বাতিল না করিয়া প্রথম পক্ষকে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদানের কোন সুযোগ নাই। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব, উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ: ১৩-২-৯৫।

অভিযোগ মামলা নং-৪৬/৯২

মোঃ আব্দুল হক,
পিতা মৃত আঃ সোবহান,
গ্রাম: ভদ্রের গাঁও,
ডাকঘর: আমীরশাহ পারা,
উপজেলা: বেগমগঞ্জ,
জিলা: নোয়াখালী।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন,
পরিবহন ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

(২) ম্যানেজার (প্রশাসন),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন,
পরিবহন ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষের।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক পক্ষের)।

রায়ের তারিখ : ৬-১২-৯৪ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ২৬-৯-৬২ তারিখ হইতে ২য় পক্ষের অধীনে ডি--গ্রেড মেকানিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে সি-গ্রেড, বি-গ্রেড, এ-গ্রেড এবং সর্বশেষ সহকারী ফোরম্যান পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ৪,৬০০·৫০ টাকা। ইং ১৯৮৫ সনে প্রথম পক্ষ সহকারী ফোরম্যান হিসাবে উথলী বাস ডিপোতে বদলী হন। ইং ১-৭-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে প্রধান কার্যালয়ে বদলীর আদেশ প্রদান করেন। প্রধান কার্যালয় হইতে প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-৮-৯১ তারিখ মোহাম্মদপুর বাস ডিপোতে কাজ করার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ৩-৭-৯১ তারিখ একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ৩০-৭-৯১ তারিখ জবাব দাখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া তদন্ত কমিটি গঠন করেন। প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত হইয়া জবানবন্দি করেন। কিন্তু তাহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করিয়া টাইপ করা কাগজে তদন্ত কমিটি তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। কর্তৃপক্ষের পক্ষে ৩ (তিন) জন স্বাক্ষী প্রদান করিলেও তাহারা অভিযোগের স্ব-পক্ষে কিছু বলেন নাই। তদন্তে প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৩-২-৯২ তারিখের (প্রঃ/কেইস-নথি)-৫৯০ নম্বর পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে বে-আইনীভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষ ইং ১০-২-৯২ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে একটি গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৪-৩-৯২ তারিখ একটি পত্র দ্বারা উহা নাকচ করেন। তাই বাধ্য হইয়া প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন আইনসংগত কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত বিধায় প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ উথলী বাস ডিপোতে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ডিজেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ, সাত্তার এন্ড সন্স এর নিকট হইতে সংস্থান গাড়ীতে ডিজেল ক্রয়কালে ডিজেলের ষ্টক পরীক্ষা বা ক্রয়কালীন

পরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। তখন তিনি ব্ল্যাঙ্ক রিকুইজিশন স্লিপ হস্তান্তর করেন। ফলে ডিজেল চুরি হয় এবং সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়। তাছাড়া তিনি পরীক্ষা করা ব্যতিরেকে চালকদের ডিজেল গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করায় ডিজেলের নিয়ন্ত্রণ বিঘ্নিত হয়। তিনি দৈনন্দিন বাসে ডিজেলের ষ্টক পরীক্ষা করেন নাই। তাছাড়া বিকল গাড়ীতে ডিজেল ভর্তি দেখানো হইয়াছে। উহাতে সংস্থার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে চার্জসীট প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষের জবাব সন্তোসজনক না হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইনসংগতভাবে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শুধু হয়রানী করার জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়ঃ ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ২৬-৯-৬২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে সহকারী ফোরম্যান পদে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, তিনি সর্বশেষ সহকারী ফোরম্যান পদে কাজ করিতে থাকাবস্থায় তাহার বিরুদ্ধে ইং ৩-৭-৯১ তারিখ কিছু অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইহাওস্বীকৃত যে, ইং ৩০-৭-৯১ তারিখ তিনি উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে ইং ৩-২-৯২ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ১০-২-৯২ তারিখ তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৪-৩-৯২ তারিখ একটি পত্রের মাধ্যমে উহা নাকোচ করেন। যুক্তি-তর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ যে অনুযোগ পত্র দাখিল করিয়াছিলেন উহা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করেন নাই বিধায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, অনুযোগ বা গ্রীভান্স পিটিশনটি হাতে হাতে প্রদান করেন। বিজ্ঞআইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, রিট পিটিশন নং ৯/১৯৯০ (যশোহর) ও নং ১২০৩/ ১৯৯১ (ঢাকা) এর রায়ের আলোকেও মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় (মেনটেন্যাবল) নয় যেহেতু প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে উপরোক্ত রিট পিটিশনে মোকদ্দমার রায়ের ফটোষ্ট্যাট কপি দাখিল করেন। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধানে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ যে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এমন কোন বক্তব্য প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী রাখিতে পারেন নাই। তিনি এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে বি, আর, টি, সি এর প্রবিধানে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ কোন বিধান নাই। তাই বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করার প্রয়োজন নাই। প্রথম পক্ষ যে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণও আদালতে দিতে পারেন নাই। আর প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার বিধান মতে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বিধায়

উক্ত আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান পালন করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করা বাধ্যতামূলক ছিল। তাই প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা পালন না করিয়া এই মোকদ্দমা দাখিল করা হইয়াছে। বিধায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না।

আর প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল এবং তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। তা'ছাড়া তদন্ত কমিটি গঠন করা হইলেও আইনানুযায়ী তদন্ত হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই উভয় পক্ষের একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন ইং ৪-৬-৭৭ তারিখ তাহাকে হুশিয়ারী পত্র, প্রদর্শনী-(ক) এবং ইং ২-১২-৬৫ তারিখ তাহাকে সতর্ক পত্র, প্রদর্শনী-(খ) প্রদান করা হইয়াছে।। তাই তাহার চাকুরীর পূর্বের রেকর্ড খুব ভাল একথা বলা যায় না। তা'ছাড়া তিনি জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হইয়াছিল এবং তদন্ত কার্যক্রমে তিনি দস্তখত করিয়াছেন। তবে কোন জোর করা হয় নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি অভিযোগ-কারীকে জেরা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময় বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে স্বাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে জেরা করিয়াছেন। যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, বি, আর, টি, সি এর প্রবিধান অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করার ১০ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং উহার ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করার বিধান থাকিলেও বর্তমান মোকদ্দমায় তদন্ত কমিটি গঠন করার ৮২ দিন পরে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১০৪ দিন পরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। তাই উক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করা সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে। তা'ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কোন বক্তব্য রাখেন নাই। তবে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে বি, আর, টি, সি এর প্রবিধান দাখিল করেন নাই। যাহাহউক, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-(খ) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অনেক অভিযোগই প্রমাণিত হয় নাই। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অনেক অভিযোগই প্রমাণিত না হওয়ায় উহার উপর ভিত্তি করিয়া একজন পুরাতন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করার মত কঠোর শাস্তি প্রদান করা যুক্তিসংগত হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। প্রথম পক্ষকে চাকরীতে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে পারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া চাকরী হইতে টারমিনেট করিতে পারিতেন। যাহা হউক, মোকদ্দমাটি উপরের আলোচনার আলোকে আইনতঃ চলিতে পারে না বিধায় এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও একই অভিমত ব্যক্ত করেন যে উপরোক্ত অবস্থার আলোকে মোকদ্দমাটি ডিসমিস যোগ্য।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ৬-১২-৯৪।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫০/১৯৯২

ব্রসকেন মল্লিক,
পিতা আব্দুল মোনাফ মল্লিক,
কন্ডাক্টর, ব্যাজ নং ১৪২৬,
জোয়ার সাহারা বাস ডিপো,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন,
প্রমত্নে নূরুল হক ওরফে নূরু,
পিপলস ভিডিও,
খিলখেত বাজার, পোঃ খিলখেত, ঢাকা-১২২৯।

—————প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

(২) ম্যানেজার (এডমিন) বিআরটিসি।

(৩) মোঃ রুহুল আমিন, ওয়েলফেয়ার অফিসার,
বিআরটিসি এবং ইনকুয়ারী অফিসার,

সর্ব ঠিকানা :

পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

————————দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ : ২৩-২-১৯৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারায় একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ১৯-৫-৮৫ তারিখ হইতে বাস কন্ডাক্টর হিসাবে যোগদান করিয়া জোয়ার সাহারা বাস ডিপোতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার ব্যাজ নং ১৪২৬। প্রথম পক্ষের দক্ষতা ও সততার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে ইং ৫-২-৯১ তারিখ 'ডি-গ্রেড' হইতে 'সি-গ্রেডে' পদোন্নতি প্রদান করা হয়। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ৮২৫ টাকা। কিন্তু নতুন ঘোষিত বেতন স্কেল কার্যকরী করিলে তাহার বেতন অনেক বেশী হইত। প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের সহিত অনেক সময় অসন্তোষজনক আলোচনা করিতে হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতি অসন্তোষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করার জন্য সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। প্রথম পক্ষ জোয়ার সাহারা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের (রেজিঃ নং ৮৫৩) শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ১১-১২-৯১ তারিখের ৪৬২৮ নম্বর মেমোতে এই মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি ইং ৯-১২-৯১ তারিখ সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটের সময় মদ্য পানরত অবস্থায় ডিপোতে ঢুকিয়া কন্ডাক্টর মুনছুর আলী, আরিফ বিল্লা এবং শাহজাহানকে শারিরীকভাবে নির্যাতন করেন এবং উক্ত কাজের দ্বারা তিনি কর্পোরেশনের শুনাম নষ্ট করেন। ঐ সময় সিবিএ এর নির্বাচন থাকায় প্রথম পক্ষ লিখিত জবাব দাখিলেলের জন্য সময়ের দরখাস্ত করিলে তাহাকে ইং ২০-১-৯২ তারিখ পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করা হয়। উপরোক্ত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রথম পক্ষের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ পত্র তৈয়ার করা হয় এবং তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে, ইং ২৬-১২-৯১ তারিখ আনুমানিক সকাল ১০টার সময় তিনি তাহার ২/৩ জন সহকর্মীসহ ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ) কে, এম, বরকত উল্লাহর অফিস রুমে প্রবেশ করেন এবং তাহার বেতন হইতে কিছু টাকা বন্ধ করার দাবী জানান।

ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ) প্রথম পক্ষকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলে প্রথম পক্ষ উত্তেজিত হইয়া তাহার সহিত খারাপ ব্যবহার করেন এবং তাহাকে সতর্ক করেন। পথম পক্ষ ইং ২৮-১-৯২ তারিখ এবং ১-২-৯২ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া ৩ নম্বর ২য়ঃ পক্ষকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন অভিযোগের তদন্ত করার জন্য। তদন্তকারী কর্মকর্তা ইং ৯-২-৯২ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ থাকার জন্য ইং ৯-২-৯২ তারিখ তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ইং ৮-২-৯২ এবং ৯-২-৯২ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট দুইখানা দরখাস্ত দেন দুই সপ্তাহ সময়ের প্রার্থনা করিয়া। কিন্তু সমস্ত ন্যায়নীতি অস্বীকার করিয়া প্রথম পক্ষকে ইং ২৬-২-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা ইং ২৭-২-৯২ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষ ১নং ২য় পক্ষের নিকট ইং ২-৩-৯২ তারিখ অনুযোগ পত্র দাখিল করেন। কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। তাই বকেয়া বেতন ও সিনিয়ারিটিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের দায়েরকৃত মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইং ৯-১২-৯১ তারিখ রাত ৭-৪৫ মিনিটের সময় প্রথম পক্ষসহ আরও একজন শ্রমিক মদ্যপানরত অবস্থায় ডিপোর ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনজন শ্রমিককে মারধোর করেন। তাই ইং ১১-১২-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে চার্জসীট করা হয়। প্রথম পক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগসহ আরও একটি অভিযোগের তদন্তের জন্য প্রথম পক্ষকে তদন্তের নোটিশ দিলে প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির হন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার স্ত্রীর অসুখের অজুহাত দেখাইয়া তদন্ত কার্যক্রম বাহত করিতে চাহেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঊর্ধতন কর্মকর্তার অনুমতি নিয়া তদন্ত কাজ শেষ করেন। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি এবং আইনতঃ চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়-১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে মপ্রথ পক্ষ এস কেন মল্লিক এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে তাহার আরজীতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ দেন এবং দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী ১-১২ প্রমান করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি ইং ২-৩-৯২ তারিখ হাতে হাতে অনুযোগপত্র দেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ইং ১২-৩-৯২ তারিখ

তিনি রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ করেন। তাহার উক্ত বক্তব্য আপত্তি সহকারে রেকর্ড করা হয়। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, শাখা কমিটি গঠনের কোন কাগজপত্র তিনি দাখিল করেন নাই এবং ইং ২৬-২-৯২ তারিখ তিনি বরখাস্ত আদেশ পাইয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণের কথা আরজিতে নাই। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী (৩নং ২য়ঃ পক্ষ) এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহাদের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক-ঙ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তদন্তের পূর্ব দিন হেড অফিসে তিনি প্রথম পক্ষের দরখাস্ত পান এবং উক্ত দরখাস্তে প্রথম পক্ষের স্ত্রী অসুস্থতার কথা বলা হইয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, সময়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার কোন পত্র প্রথম পক্ষকে দেন নাই। আর প্রদর্শনী-ঙ এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় যে তিন জনের নাম লেখা আছে উহা অস্পষ্ট এবং তাহাতে কোন সীল নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, অভিযোগকারীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তবে প্রশ্ন-উত্তর রেকর্ড করা হইয়াছে।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ তদন্তের পূর্বের দিন সময়ের দরখাস্ত দাখিল করার বিষয় দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ তদন্তের দিনও আরেকটি সময়ের দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু দুঃভাগ্যবশতঃ কোন সময়ের দরখাস্তই বিবেচনা করা হয় নাই এবং তদন্ত আইনানুযায়ী হয় নাই। তা'ছাড়া তদন্ত কার্যক্রমের ৫মঃ পৃষ্ঠায় যে তিনটি দস্তখত দেখানো হইয়াছে উহা জাল। আরও তদন্ত রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছে যে, কোন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না যেহেতু মোকদ্দমার আরজিতে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণের কোন কথা উল্লেখ নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তের দিন বেলা ২টার সময় সময়ের দরখাস্ত পাওয়া যায় বিধায় উহা বিবেচনা করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী তাহার জবানবন্দিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, তদন্তের দিন প্রথম পক্ষ হাতে হাতে একটি সময়ের দরখাস্ত (প্রদর্শনী-গ) দেন। আর তদন্তের পূর্ব দিনও একটি দরখাস্ত দাখিল করেন যাহা বেলা ২টার সময় পাওয়া যায় (প্রদর্শনী-গ(১))। তদন্তের দিন হাজির হইয়া প্রথম পক্ষ যে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ আর কোন স্বাক্ষী হাজির করিতে পারেন নাই। তদন্তের পূর্ব দিন এবং তদন্তের দিন স্ত্রীর অসুস্থতার কারণ দেখাইয়া প্রথম পক্ষ কর্তৃক তদন্তের সময়ের প্রার্থনা করিয়া যে দুইটি দরখাস্ত দাখিল করার কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা বিবেচনা না করার যে, কারণ দেখাইয়াছেন উহা গ্রহণ যোগ্য নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার উচিত ছিল ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রথম পক্ষের সময়ের দরখাস্ত মঞ্জুর করা।

তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্তের সময় বাদীকে প্রশ্নোত্তর আকারে পরীক্ষা করা ছাড়া আর কোন স্বাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। আর তদন্ত কার্যবিবরণীর পঞ্চম পৃষ্ঠায় যে তিন জন স্বাক্ষীর দস্তখত দেখানো হইয়াছে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের কাউকে আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যদিও প্রথম পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত দস্তখতগুলি জাল। তাই প্রথম পক্ষের সময়ের দরখাস্তের উপর কোনরূপ আদেশ প্রদান না করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া তদন্ত কমিটি যে তদন্ত দেখাইয়াছেন উহা নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য করা যায় না। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রথম পক্ষকে অন্ততঃ একবার সময় মঞ্জুর করা বাঞ্ছনীয় ছিল। তদন্ত বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ তাহার স্ত্রীর অসুস্থতার কারনে তাহার মনমানসিকতা ভাল নয় মর্মে উল্লেখ করিয়া সময়ের দরখাস্ত পেশ করিয়াছে।

অতএব দেখা যায় যে, তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে উহা নিরপেক্ষ বলা যায় না। তাই নিরপেক্ষ এবং আইনানুযায়ী তদন্ত না হওয়ায় প্রথম পক্ষের ডিসমিসের আদেশ আইনতঃ বহাল থাকিতে পারে।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের আরজীতে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র, প্রদর্শনী-১১ প্রেরণের কোন কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, তিনি ইং ১২-৩-৯২ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ করেন। উহা দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তি সহকারে রেকর্ড করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী-১১(১) এর মাধ্যমে তিনি ইং ১২-৩-৯২ তারিখ অনুযোগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পোষ্টাল রশিদ (প্রদর্শনী-১১(১) হইতে কোনভাবেই বুঝা যায় না যে উহা দ্বারা অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তাছাড়া পোষ্টাল রশিদের অপর পৃষ্ঠায় পাঁচটি টেলিফোন নম্বর এবং অন্যান্য কিছু লেখা আছে। তাই বিশ্বাস করার কোন সুযোগ নাই যে উক্ত পোষ্টাল রশিদের দ্বারা অনুযোগপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। আর স্বীকৃতমতে ইং ২-৩-৯২ তারিখ হাতে হাতে অনুযোগপত্র দেওয়া হইয়াছে। উহার ১০ দিন পরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণেরও কোন কারন দেখি না। তাই ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ডিসমিসের আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে অনুযোগ-পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। তাই দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে আইনানুযায়ী বরখাস্ত করা না হইলেও তিনি বরখাস্ত পত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ না করায় এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় কোন লিখিত মতামত প্রদান করেন নাই। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ: ২৩-২-৯৫

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৪৮/৯৩

মোঃ শাহজাহান গাজী,
পিতা মোঃ এলেম গাজী,
গ্রাম ঃ নলুয়া, পোঃ আফালকাঠী,
থানা ঃ বাকেরগঞ্জ, জেলা ঃ বরিশাল।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আলহাজ্ব আমিন উদ্দিন জুট মিলস্ লিঃ,
পক্ষে—উহার মহাব্যবস্থাপক,
বাণিজ্যিক কার্যালয়, বাড়ী নং-৭৯,
সড়ক নং-১১/এ,
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা,
ঢাকা-১২০৯।

(২) উপ-মহা-ব্যবস্থাপক,
আলহাজ্ব আমিন উদ্দিন জুট মিলস্ লিঃ,
চরমাগুরিয়া, মাদারীপুর।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ ঃ ১৪-১-৯৫ ইং।

—ঃ রায় ঃ—

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারায় একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১২-৬-৮২ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে মেশিনম্যান হিসাবে যোগদান করিয়া ইং ১৯৮৫ সনে সরদার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ১৫৭২ টাকা। প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ। চাকুরীতে যোগদানের পরেই প্রথম পক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের (রেজিঃ নং-১৯২০) সদস্য পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৯ সনে আলহাজ্ব আমিন উদ্দিন জুট মিলস্ লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের বরাবর কিছু দাবী-নামা পেশ করেন। উক্ত দাবী-নামার প্রেক্ষিতে সিবিএ হিসাবে প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের আপোষহীন মনোভাবকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে না পারায় তাহাকে ভিকটিমাইজ করার জন্য তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে। মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ইং ১৮-৩-৯৩ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষকে

সারসংক্ষেপে বরখাস্ত করা হয় এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ২০-৩-৯৩ তারিখে জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৭-৪-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ইং ১১-৪-৯৩ তারিখ তদন্তে উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত হইলেও সঠিকভাবে তাহার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং তাহাকে কর্তৃপক্ষ এর স্বাক্ষীদের জেরা করার সুযোগও দেওয়া হয় নাই। তদন্ত কার্যক্রমে জোরপূর্বক প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৫-৫-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ ইং ১০-৫-৯৩ তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা বিবেচনা করেন নাই। প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের পূর্বে কোন বৈধ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে ভীত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অন্যায়ভাবে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। তাই প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ১৮-৩-৯১ তারিখ অসদাচারণের অভিযোগ আনয়ণ করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২০-৩-৯৩ তারিখ তাহার লিখিত জবাব দাখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত জবাবে সন্তোষ্ট হইতে না পারায় ইং ৭-৪-৯৩ তারিখ তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ইং ১১-৪-৯৩ তারিখ এবং ১৮-৪-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত করা হয়। তদন্তের সময় প্রথম পক্ষের জবানবন্দি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রথম পক্ষ স্বাক্ষীদের জেরা করেন। তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং আইনানুযায়ী তদন্ত সম্পন্ন করা হইয়াছে। তদন্তে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত তদন্ত রিপোর্ট এবং প্রথম পক্ষের চাকরীর পূর্ব খতিয়ান বিবেচনা করিয়া তাহাকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। উভয় পক্ষ তাহাদের নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে একজন করিয়া স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। প্রথম পক্ষ মোঃ শাহজাহান গাজী তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা করেন এবং দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণ করেন। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১ হইতে ৬(ক) চিহ্নিত হইয়াছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার নিয়োগ, পদোন্নতি এবং মাসিক মজুরী সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র তিনি দাখিল করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ইং ১৪-১২-৮৯ তারিখ তিনি ২ (দুই)

বৎসরের জন্য সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। জেরার সময় তিনি তদন্ত বিবরণীতে তাঁহার দস্তখতগুলি স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, জোরপূর্বক তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়াছে। জোরপূর্বক যে তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়াছে উহার কোন প্রমাণ নাই। তাহাকে বরখাস্তের পূর্বে যে কয়েকবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে তিনি সতর্ক পত্র, প্রদর্শনী-ক সিরিজে তাহার দস্তখতগুলি স্বীকার করেন। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষে সরদার মাসুদুজ্জামান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তিনি তদন্ত বিবরণী প্রদর্শনী-খ প্রমাণ করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে দুই দিন উভয় পক্ষের স্বাক্ষীদের পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং জোরপূর্বক তাহার দস্তখত নেওয়ার কথা মিথ্যা। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তে প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-গ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ইং ১৪-৩-৯৩ তারিখের ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইং ১৬-৩-৯৩ এবং ইং ১৮-৩-৯৩ তারিখের কোন ঘটনার জন্য অভিযোগ আনা হয় নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ইং ১১-৪-৯৩ তারিখের তদন্তে ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের ঘটনার অভিযোগ পড়িয়া শুনান। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত মুলতবীর বিষয় তদন্ত কার্যক্রমে কিছু উল্লেখ নাই এবং পরবর্তী শুনানী সম্পর্কেও কোন নোটিশ দেন নাই। তবে প্রথম পক্ষকে মৌখিকভাবে পরবর্তী তারিখ জানাইয়াছেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী তদন্ত হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগও প্রদান করা হয় নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত কার্যক্রমে জোরপূর্বক প্রথম পক্ষের দস্তখত নেওয়া হয়। ইং ১৮-৪-৯৩ তারিখের তদন্ত সম্পর্কে কোন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। তা'ছাড়া ২ (দুই) ঘন্টার অনুপস্থিতি অসদাচরণের আওতায় আসে না। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত কার্যক্রম দোষযুক্ত এবং ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ কোন ঘটনা ঘটে নাই। আর ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করা হইলেও ইং ১৮-৩-৯৩ তারিখ ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করা হইয়াছে। তা'ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনের ৫ দফা প্রমাণ করে যে, প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করে নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার উপস্থিতিতে আইনানুযায়ী তদন্ত হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ঘটনার সময় প্রথম পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন না এবং তাহাকে বর্তমান ঘটনার পূর্বে অনেকবার সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ভুলবশতঃ তদন্ত প্রতিবেদনে ইং ১৮-৩-৯৩ তারিখের স্থলে ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ লিখিয়াছেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী এই বলিয়া তাহার বক্তব্য শেষ করেন যে, আদালত সঠিক বিবেচনা করিলে প্রথম পক্ষকে বেশীর পক্ষে টারমিনেশনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

মোকদ্দমাটি যে বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না সেই সম্পর্কে বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময়ে কোন বক্তব্য রাখেন নাই। তা'ছাড়া মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে এবং আইনতঃ চলিতে না পারার কোন কারণ নাই। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ঘটনার সময় ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। তাই নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে বরখাস্ত করায় আইনতঃ কোন বাধা নাই। প্রথম পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, তদন্ত আইনানুযায়ী হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। তা'ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে জোরপূর্বক তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়াছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, জোরপূর্বক প্রথম পক্ষের দস্তখত নেওয়া সম্পর্কে প্রথম

পক্ষ প্রমান করিতে পারেন নাই। তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-খ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দস্তক্ষত করিয়াছেন। এবং তাহাকে পরীক্ষা করার সময় তিনি পরিস্কারভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্বে বহুবার তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে তিনি ক্ষমা প্রার্থা করায়। তবে তিনি ইং ১৮-৩-৯৩ তারিখের অভিযোগের বিষয় স্বীকার করেন নাই। তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে উহা সত্য এবং সেই ব্যাপারে প্রথম পক্ষ দোষী। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আইনানুযায়ী তদন্ত হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও প্রদান করা হইয়াছে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ কাজে পুনর্বহাল করা হউক। অপরদিকে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম পক্ষের আনিত অভিযোগ অসদাচরনের আওতায় পড়ে এবং তাহার চাকুরীর পূর্ব খতিয়ান সন্তোষজনক নয়। এইরূপ একজন শ্রমিককে মালিকের উপর চাপিয়ে দিলেও তা শ্রমিক-মালিক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য মংগলজনক হইবে না। তাই অবস্থা বিবেচনায় প্রথম পক্ষের বরখাস্তের আদেশটি টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে আইনানুযায়ী ন্যাস্ত পাওনা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের অদন্ত সঠিকভাবে হইয়াছে এবং তাহাকে আত্তপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তা'ছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষের দস্তখত যে জোরপূর্বক নেওয়া হইয়াছে উহা প্রমাণ করিতেও প্রথম পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছে মর্মে পূবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাই দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে যে, অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হইয়াছে সেই অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রমে বে-আইনীর কিছু নাই। আর ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান ভাল নয়। কিন্তু স্বাকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ১২-৬-৮২ তারিখ হইতে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাই মানবিক কারণে তাহার বরখাস্তের আদেশ টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীও সেই মর্মে বক্তব্য রাখিয়াছেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে চাকুরী ইতে ইং ৫-৫-৯৩ তারিখের বরখাস্তের আদেশ টারমিনেশনের আদেশটি রূপান্তরিত করিয়া ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকেটারমিনেশনের যাবতীয় সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তাং ১৪-১-৯৫

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৪/৯৩

মোসাঃ মাহফুজা বেগম,
স্বামী মৃত সিরাজ মিয়া,
বাসা নং ৮ (নদীর পাড়),
পোঃ ঢাকেশ্বরী মিলস্ নং-১,
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
৭০ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(২) ঊর্ধ্বতন মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
৭০ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ।

(৪) সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধান কার্যালয়, ৭০ দিলকুশা বা/এ,
মতিঝিল, ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ২০-২-৯৫।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ১৯৮২ সন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কাজে যোগদান করিয়া ইং ১১-১২-৮৩ তারিখ হইতে ওয়াইন্ডার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২,০০০ টাকা। প্রথম পক্ষ শ্রমিক

ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে শ্রম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে প্রথম পক্ষকেও সরকারী ছুটির দিন এবং রাত্রি ৮ ঘটিকার পরেও কাজ করিতে বাধ্য করেন। প্রথম পক্ষ উহার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে চাকুরীচ্যুতির হুমকি প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষকে ভিত্তিহীন ও মামুলী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইং ২৮-১১-৯২ তারিখ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন একটি মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ। তিনি ইং ২৭-১১-৯২ তারিখ দায়িত্ব পালনরত থাকাবস্থায় হঠাৎ মেশিনের একটি বেল ছিড়িয়া যায় এবং ঐ দিন উৎপাদন কম হয়। দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া ইং ৩০-১১-৯২ তারিখ একটি তদন্ত নোটিশ প্রদান করেন। ইং ৬-১২-৯২ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করা হয়। ধার্য তারিখে প্রথম পক্ষ তদন্তের সময় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান, বাবু নিরঞ্জন চক্রবর্তী অনুপস্থিত। তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব মোখলেছুর রহমান প্রথম পক্ষের নিকট হইতে তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করিয়া কিছু সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেন। পর দিন প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে গেলে দ্বিতীয় পক্ষ বলেন যে, কাজে যোগদানের জন্য তাহাকে চিঠি দেওয়া হইবে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ইং ২৬-১২-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ মিলে উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৯-১২-৯২ তারিখের স্বাক্ষরিত একটি বরখাস্তপত্র প্রথম পক্ষকে প্রদান করেন। উক্ত বে-আইনী বরখাস্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ৩০-১২-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ একটি অনুযোগপত্র প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বরখাস্ত আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং শ্রম আইন মোতাবেক কোন তদন্ত হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুযোগপত্রের কোন প্রতিকার না করায় প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষের চাকুরীজীবন নিষ্কলুষ থাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। ইং ১৯-৩-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষের অসদাচরণ ও গাফিলতির জন্য কৈফিয়ত তলব করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং অভিযোগ তদন্ত করা হয়। সে নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করিতে না পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাই তাহাকে সতর্কীকরণ করা হয়।। প্রথম পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ছিল কিনা তাহা দ্বিতীয় পক্ষের জানা নাই। প্রথম পক্ষকে অসদাচরণ ও কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য ইং ২৮-১১-৯২ তারিখ সাময়িক বরখাস্তসহ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে ইং ৬-১২-৯২ তারিখ তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদন্তের সময় প্রথম পক্ষ অকপটে দোষ স্বীকার করেন এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাজ প্রদানের জন্য আকুল আবেদন করেন। প্রথম পক্ষ স্বাক্ষী আবুল কালাম আজাদকে জেরা করেন। তদন্তের সময় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকার গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। অনুযোগপত্র পাওয়ার পর প্রথম পক্ষকে পর পর দুইবার ব্যক্তিগত শুনানীতে ডাকা হইলেও তিনি হাজির হন নাই। প্রথম পক্ষকে তদন্তের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং তদন্ত কাজ আইনানুযায়ী হইয়াছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য্য বিষয় ১ ও ২ ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী ১-৫(ক) প্রমাণ করেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, ইং ২৬-১২-৯২ তারিখ তিনি কারখানায় উপস্থিত হইলে তাহাকে বরখাস্তপত্র, প্রদর্শনী-৪ প্রদান করা হয় এবং উহা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই তিনি গ্রীভান্স পিটিশন, প্রদর্শনী-৫ প্রেরণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, শ্রম আইন না মানার বিষয় তিনি মিল কর্তৃপক্ষের নিকট কোন লিখিত প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি মিলের বাহিরে মিলের কোয়ার্টারে বাস করেন। তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে এই মর্মে নির্দিষ্ট সাজেশন দেওয়া হয় যে, ইং ১০-১২-৯২ তারিখ তিনি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে বরখাস্তপত্র পান এবং ইং ২৬-১২-৯২ তারিখ হাতে হাতে উহা পাওয়ার কথা মিথ্যা। স্বাক্ষী উহা অস্বীকার করেন। প্রথম পক্ষের জবানবন্দির সমর্থনে আর কোন মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের মোট তিন জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী নিরঞ্জণ চক্রবর্তী, বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তিনি প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মোখলেছুর রহমান সদস্য ছিলেন। ইং ৬-১২-৯২ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া তাহারা প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে আইনানুযায়ী তদন্ত করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষ স্বাক্ষীকে জেরা করেন এবং তদন্ত কার্যক্রমের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দস্তখত করেন। তিনি উক্ত তদন্ত বিবরণী, প্রদর্শনী-ক প্রমাণ করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, সঠিকভাবেই তদন্ত হইয়াছে এবং তদন্তে প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করিয়াছেন। আর তদন্ত শেষে তাহারা তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-খ দাখিল করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, সকাল ১০ টার পরে তাহারা তদন্ত করেন। দ্বিতীয় পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী মোখলেছুর রহমান সঠিকভাবে তদন্ত করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষীর জবানবন্দি সমর্থন করেন। তিনিও নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তদন্তে প্রথম পক্ষ দোষ স্বীকার করিয়াছেন। জেরার সময় তিনিও স্বীকার করেন যে, সকাল ১০ টার পরে তাহারা তদন্ত শুরু করেন। দ্বিতীয় পক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী এস, এ, চৌধুরী, সিনিয়র এ, ও-কাম-সিনিয়র এল, ডব্লিউ, ও (৩ নং ২য়ঃ পক্ষ) দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-গ—ঞ সিরিজ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র তৈয়ার করা হয়, উহা প্রদর্শনী-খ চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লেখ করা হয় নাই। জেরার সময় তিনি আরও স্বীকার করেন যে, সুফিয়া (১) এর বিরুদ্ধেও মাল কম দেওয়ার জন্য অভিযোগ আনা হইয়াছিল তবে সে এখন চাকুরীতে আছে কিনা জানেন না। তাহাকে প্রথম পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, শুধু প্রথম পক্ষের অতীত রেকর্ড থাকার কারণেই তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উহা স্বাক্ষী অস্বীকার করেন। প্রথম পক্ষ কর্তৃক সাক্ষীকে দেওয়া সাজেশন হইতেই বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল ছিল না, তাহাকে এই মর্মেও সাজেশন দেওয়া হয় যে, কথিত তদন্ত কার্যক্রম এবং রিপোর্ট পর্যালোচনা না করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিষয় স্বাক্ষী অস্বীকার করেন। তাহাকে এই মর্মেও সাজেশন দেওয়া হয় যে, পোষ্টাল রশিদ বানোয়াট এবং ঐ তারিখে তাহারা কোন ডিসমিসের আদেশ রেজিষ্ট্রী করেন নাই। উক্ত বিষয়ও স্বাক্ষী অস্বীকার করেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে মর্মে আশ্বাশ প্রদান করিয়া তদন্ত কমিটি কিছু সাদা কাগজে তাহার দস্তখত নেন এবং প্রকৃতপক্ষে, কোন তদন্ত হয় নাই এবং কথিত তদন্তের সময় তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান অনুপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, লঘু অপরাধের জন্য গুরুদন্ড প্রদান করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য উভয়কেই স্বাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহারা নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত সঠিকভাবে হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষ তদন্তের সময় দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীকে জেরাও করিয়াছেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তের সময় প্রথম পক্ষ তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং তদন্তের সময় প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী জোর বক্তব্য রাখেন যে, অনুযোগপত্র সময়মত দাখিল না করার কারণে মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে সম্পূর্ণ বারিত। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে ইং ৯-১২-৯২ তারিখের বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৪ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ২৬-১২-৯২ তারিখ কারখানায় উপস্থিত হইলে তাহাকে বরখাস্ত পত্র প্রদান করা হয় এবং উক্ত বরখাস্ত পত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই তিনি অনুযোগপত্র প্রদর্শনী-৫ প্রেরণ করেন রেজিস্ট্রী ডাকযোগে। প্রথম পক্ষ যে, ইং ২৬-১২-৯২ তারিখ বরখাস্ত পত্র পাইয়াছেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রথম পক্ষের উপর ন্যাস্ত কিন্তু তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে আর কোন স্বাক্ষী হাজির করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া জেরার সময় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মিলের বাহিরে মিলের কোয়াটারে বাস করেন এবং ইং ২৮-১২-৯২ তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন সময় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কি কারণে তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে কোন খবরাখবর নিলেন না তাহা বোধ্য গম্য নহে। তা'ছাড়া ৩নং ২য়ঃ পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের ৩ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে তাঁহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন যে, তাহারা ইং ৯-১২-৯২ তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ডিসমিসের আদেশ প্রথম পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। আর পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-জ(১) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী-জ(১) হইতে দেখা যায় যে, সেখানে ইং ৯-১২-৯২ তারিখ হাতে লেখা আছে। কিন্ত রশিদের পোষ্ট অফিসের কত তারিখের সীল তাহা পড়া যায় না। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পক্ষের ৩ নম্বর স্বাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে পোষ্টাল রশিদ বানোয়াট। পোষ্টাল রশিদ বানোয়াটের গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়। ৩ নম্বর স্বাক্ষীর জবানবন্দি অবিশ্বাস করার মত নথিতে কোন কিছু নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহাকে দেওয়া সাজেশন হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল ছিল না। অতএব দেখা যায় যে, ইং ৯-১২-৯২ তারিখের বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-জ দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত।

নিরপেক্ষ তদন্ত করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষের ১ ও ২ নম্বর স্বাক্ষী একে অপরের জবান-বন্দি সমর্থন করিয়াছেন। তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীকে জেরা করিয়াছেন এবং তদন্ত কার্যক্রমের প্রত্যেক পাতায় দস্তখত করিয়াছেন। আর তদন্ত কার্যক্রম হইতে হইাও প্রমাণিত হয় যে, তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়াছে এবং তদন্ত শেষে তদন্ত কমিটি সঠিকভাবেই রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

উভয় পক্ষের সদস্যদ্বয়ই লিখিত মতামত প্রদান করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, যুক্তিতর্ক শুনে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষকে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গ্রীভান্স পিটিশন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে দেওয়া হইয়াছে বিধায় মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যও এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে তাই উহা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমিও বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত একমত সে যে অভিযোগে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে উহা গুরুতর অভিযোগ নয়। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীকে প্রথম পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের চাকুরীর অতীত রেকর্ড ভাল নয়। তছাড়া অনুযোগপত্র নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে প্রেরণ করা হইয়াছে বিধায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। তাই প্রথম পক্ষের গুরুদণ্ডের আদেশ লঘু দণ্ডের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে কোন প্রতিকার প্রদান করার কোন সুযোগ এই মোকদ্দমায় নাই। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে মোকদ্দমাটি ডিসমিসযোগ্য।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

(আবদুর রব মিয়া)

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২০/৯৩

মোঃ আবু তাহের,
লাইন সর্দার (সমাপ্তি বিভাগ),
এল বি নং ৭০৯, পালা-ক
নবারুন জুট মিলস লিঃ,
কাশুন, নারায়ণগঞ্জ।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নবারুন জুট মিলস,
কাশুন, নারায়ণগঞ্জ।

(২) আঞ্চলিক মহা-ব্যবস্থাপক,
বি, জে, এম, এসি, ঢাকা অঞ্চল,
করিম চেম্বার, ৯৯, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সদস্য, (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ১২-২-৯৫।

—ঃ রায় ঃ—

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে ইং ১৯-১১-৬৯ তারিখ সমাপ্তি বিভাগে "ক" পালায় রিপুকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া ১৯৭০ সালে তাহাকে লাইন সর্দার হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতির পর কর্তৃপক্ষ সমাপ্তি বিভাগে রিপেয়ার, ক্যালেন্ডার, বোসিয়ান সাইডের ডেম্পিং, লেপিং ইত্যাদি টাইম রেইট শ্রমিকদের তদারকীর দায়িত্বসহ হেরাকল, প্রেস মেশিন, হাত সেলাইকারী ও সেফিং সাইডের মেশিনের পিছ রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে থাকেন। প্রথম পক্ষ পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করিতেন বিধায় কর্তৃপক্ষ তাহাকে পিস রেইটে মজুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত দেন এবং ইং ১৪-৬-৭৯ তারিখ তাহাকে পিস রেইট হিসাবে মজুরী প্রদান করা হয়। পিস রেইট হিসাবে প্রথম পক্ষ বিগত ইং ২৫-৫-৮৮ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহে ৫৫০.০০/৬০০.০০ টাকা পাইতেন। ১৯৮২ সালে প্রথম পক্ষ বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইলে তিনি তৃতীয়

শ্রম আদালতে ১২/৮৩ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের সুযোগ পান। ইং ৬-৮-৮৪ তারিখ উপরোক্ত মোকদ্দমার রায় মোতাবেক প্রথম পক্ষকে কাজে পুনর্বহাল করিয়া পিস রেইটে বকেয়া মজুরী প্রদান করা হয়। ইং ২৬-৫-৮৮ তারিখ ১নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষকে টাইম রেইট হিসাবে মজুরী গ্রহণ করিতে বলেন। উহার বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ আপত্তি জানাইয়া ১নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট আবেদন করিলে ১নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষকে জানান যে অডিট টিম প্রথম পক্ষকে পিস রেইটের পরিবর্তে টাইম রেইটে মজুরী প্রদানের সপারিশ করিয়াছেন বিধায় তাহাকে টাইম রেইটে মজুরী গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর প্রথম পক্ষ আপত্তি সহকারে টাইম রেইটে মজুরী গ্রহণ করিতে থাকেন যাহাতে তাহার প্রতি মাসে ১১০০/১০০০ টাকা কমিয়া যায়। উহার পর প্রথম পক্ষ বার বার টাইম রেইটের পরিবর্তে পিস রেইটে মজুরী প্রদানের আবেদন করিলেও ২য়ঃ পক্ষ উহা বিবেচনা করেন নাই। কর্তৃপক্ষ ইং ২৬-৫-৮৮ তারিখ প্রথম পক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি অতিরিক্ত ৬০,৮৪৪·৫৪ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন বিধায় উহা পরিশোধ করিতে হইবে। উপরোক্ত বে-আইনী, উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্র প্রত্যাহারের জন্য প্রথম পক্ষ আবেদন জানাইলে দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। উক্ত বে-আইনী আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে ৯২/৯০ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিচারান্তে উক্ত মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষকে পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করাকালীন সময় পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকের মজুরী প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেন। উপরোক্ত মোকদ্দমার রায় মোতাবেক দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে ৪৩,০০ (তেতাল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ এখনও পূর্বের ন্যায় পিস রেইট ও টাইম রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করেন। তিনি অতীতের ন্যায় বর্তমানেও একই কাজ করেন। তাহার কাজের ধরণ পরিবর্তন হয় নাই। ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ ১নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষ টাইম রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করেন বলিয়া যে পত্র প্রদান করেন এবং প্রথম পক্ষকে টাইম রেইটের মজুরী প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত পত্র সম্পূর্ণ বে-আইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং প্রথম পক্ষকে অযথা হয়রানী করার জন্য উক্ত পত্র প্রদান করেন। উপরোক্ত পত্র প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষ আবেদন করিলেও উহা প্রত্যাহার করা হয় নাই। তাই উপরোক্ত পত্র বাতিলপূর্বক প্রথম পক্ষকে পূর্বের ন্যায় পিস রেইটে মজুরী প্রদান করার নির্দেশের নিমিত্ত প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, এই মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা করার কোন কারণ নাই। প্রথম পক্ষ যে পর্যন্ত পিস রেইটে শ্রমিকদের কাজ তদারকী করিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে। পাট মন্ত্রণালয়ের ইং ৩-১০-৮৫ তারিখ প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী সমাপ্ত বিভাগের ল্যাপিং, কালেন্ডার, রিপেয়ার ও ডেম্পিং সেকশনের শ্রমিকদের টাইম রেইটের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম পক্ষ কর্তৃক সমাপ্তি বিভাগে কোন পিস রেইটের শ্রমিকদের কাজ তদারকী করার কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ১নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের আদেশটি সম্পূর্ণ বৈধ। প্রথম পক্ষ যে পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করিয়াছেন সেই পর্যন্তই তাহাকে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে। যেদিন হইতে প্রথম পক্ষ পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করেন না সেই দিন হইতে তিনি পিস রেইটে মজুরী পাইতেও অধিকারী নহে।উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত মোকদ্দমাটি খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ১৯-১১-৬৯ তারিখ রিপুকারী হিসাবে সমাপ্তি বিভাগে 'ক' পালার কাজে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সালে তাহাকে রিপুকারী হইতে লাইন সর্দার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষকে ইং ১৪-৩-৭৯ তারিখ হইতে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষকে ১৯৮২ সনে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলে তিনি তৃতীয় শ্রম আদালতে ১২/৮৩ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার রায় মোতাবেক প্রথম পক্ষকে ইং ৬-৮-৮৪ তারিখ হইতে কাজে পুনর্বহাল করিয়া পিস রেইটে বকেয়া মজুরী প্রদান করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ইং ২৬-৫-৮৮ তারিখ ১ নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষকে টাইম রেইটের মজুরী গ্রহণ করিতে বলেন এবং পরবর্তীতে আপত্তি সহকারে প্রথম পক্ষ টাইম রেইটের মজুরী গ্রহণ করিতে থাকেন। প্রথম পক্ষকে ইং ২৬-৫-৮৮ তারিখের পত্র দ্বারা পিস রেইটে অতিরিক্ত গ্রহণ করা ৬০,৮৪৪·৫৪ টাকা পরিশোধ করার জন্য বলিলে তিনি উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন বিবেচনা করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে ৯২/৯০ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার রায়ে উল্লেখ করা হয় যে, বাদী যে পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করিতেন সেই পর্যন্ত তাহাকে পিস রেইটের মজুরী প্রদান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ উক্ত রায় মোতাবেক প্রথম পক্ষকে পিস রেইট শ্রমিকের মজুরী বাবদ মোট ৪৩,০০০ টাকা প্রদান করেন। ১ নং ২য়ঃ পক্ষের ১৬-৩-৯৩ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-২ এ উল্লেখ করা হয় যে, প্রথম পক্ষ এখন থেকে পিস রেইটের পরিবর্তে টাইম রেইটে মজুরী পাইবেন। উক্ত পত্র বে-আইনী এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করিয়া উহা বাতিলপূর্বক প্রথম পক্ষকে পূর্বের ন্যায় পিস রেইটে মজুরী প্রদান করার নির্দেশের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি পূর্বে যে কাজ করিতেন বর্তমানে একই কাজ করিতেছেন। তাই ১ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের পত্র প্রদর্শনী-২ সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ যে পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ দেখাশুনা করিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে এবং ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ টাইম রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করেন বিধায় তিনি টাইম রেইটে মজুরী পাইতে পারেন। প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে আদালতে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী- ১—৩ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ৯২/৯০ নম্বর মোকদ্দমার রায়ে বলা হইয়াছে যে, তিনি যে পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ দেখাশুনা করিবেন, সেই পর্যন্ত পিস রেইটে মজুরী পাইবেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোঃ ওহিদুর রহমান, ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক—গ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষ 'এ' শিফটে কাজ করেন এবং তাহার সহিত লাইন সর্দার আক্কাসও কাজ করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, আক্কাস পিস রেইটে মজুরী পান। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ১৯৮৮ সাল হইতে প্রথম পক্ষ একই কাজ করিতেছেন। প্রথম পক্ষ ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ হইতে শুধু টাইম রেট শ্রমিকদের কাজ দেখাশুনা করেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যস্ত। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা প্রমাণের কোন স্বাক্ষী

প্রদান করিতে পারেন নাই বরং দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষের সহিত লাইন সর্দার আক্কাসও কাজ করেন এবং আক্কাস পিস রেইটে মজুরী পান। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৮৮ সাল হইতে প্রথম পক্ষ একই কাজ করিয়াছেন। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম হইতে একই কাজ করিতেছেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবেই অত্র আদালতের পূর্বের রায় অমান্য করিয়াছেন এবং প্রথম পক্ষ পূর্বের ন্যায় পিস রেইটে মজুরী পাইতে হকদার। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ঘোষণামূলক মোকদ্দমা অত্র আদালতে চলিতে পারে না এবং অত্র আদালতের পূর্বের রায় মোতাবেক যে পর্যন্ত প্রথম পক্ষ পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ দেখাশনা করিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ ১ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের পত্র বাতিলপূর্বক পূর্বের ন্যায় পিস রেইটের মজুরী পাইবার প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ঘোষণামূলক কোন প্রতিকার তিনি চান নাই। তাই মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে চলিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। আর স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ আদালতে ৯২/৯০ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী স্বীকার করেন যে, উক্ত মোকদ্দমার রায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ যে পর্যন্ত পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ দেখাশুনা করিবেন সেই পর্যন্ত তিনি পিস রেইটে মজুরী পাইবেন। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি প্রথম হইতেই একই কাজ তদারকী করিতেছেন বিধায় পিস রেইটে মজুরী পাইতে অধিকারী। আর দ্বিতীয় পক্ষ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ হইতে পিস রেইট শ্রমিকদের কাজ তদারকী করেন নাই বা উক্ত তারিখ হইতে তাহার কাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। উভয় সদস্যই এই মর্মে লিখিত মতামত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম পক্ষ পূর্বের ন্যায় পিস রেইটের মজুরী পাইতে পারেন। তা'ছাড়া স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ বর্তমানে পংগু বিধায় ভবিষ্যতে আর কাজ করিতে পারিবেন না। তাই উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। ১ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখের পত্র বাতিলপূর্বক প্রথম পক্ষ যে পর্যন্ত পিস রেইটে শ্রমিকদের কাজ তদারকী করিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পিস রেইটে মজুরী প্রদান করার প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তাং ১২-২-৯৫

অভিযোগ মামলা নং ২৩/৯৩

মোঃ আঃ হাই,
পিতা মৃত মোঃ জহির উদ্দিন,
গ্রাম + পোঃ চরকাছলন্দ,
থানা গফরগাঁও,
জেলা ময়মনসিংহ।

.....প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
বি, বি, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারমান।
জনাব তাহের আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ ঃ ১০/১২/৯৪

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১২-১০-৭৭ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে গোডাউন কিপার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার সর্বশেষ মোট মূল মজুরী ছিল ৩২০০ টাকা। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ছুটি, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, লাঞ্চ, এলাউন্স, ফ্রিঞ্জ বেনিফিট, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা পাইতেন কিন্তু প্রথম পক্ষের নামে প্রভিডেন্ট ফান্ডে হিসাব খোলা হয় নাই। প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্যাশ-সিকিউরিটি ও ম্যান-সিকিউরিটি নেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৬-১-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষকে মেসার্স এস, এম, জুট ইন্টারন্যাশনাল ও মেসার্স আহাম্মদ জুট একচেঞ্জ গুদামের দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় পক্ষের মৌখিক নির্দেশে প্রথম পক্ষ হীরা ফ্লাওয়ার মিলস এর গুদাম রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। উহার কিছু দিন পর প্রথম পক্ষকে গুদাম রক্ষকের কাজ হইতে ব্যাংকে আনিয়া ব্যাংকিং ও কমপিউটারাইজড হিসাবের বিবরণী তৈরী, টোকেন ইস্যু ও

স্কুল নম্বর দেওয়া ইত্যাদি দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিয়মিত কাজ করা সত্ত্বেও তাহার প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব না খোলা তিনি ইং ৩-৩-৯৩ তারিখ হিসাব খুলিতে অনুরোধ করেন। উহাতে ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ৪-৩-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষকে মৌখিকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং হাজিরা খাতায় দস্তখত করিতে নিষেধ করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত হয় নাই, যাহা বাধ্যতামূলক ছিল প্রথম পক্ষ ১০-৩-৯৩ তারিখ ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করিয়া উহার অনুলিপি ১ নং দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষগণ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষের ইং ৫-৭-৭৭ তারিখের দরখাস্তের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ঋণ গ্রহীতার গুদামে তাহাকে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার একজন কর্মচারী এবং ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতেই তাহাকে বেতন ও ভাতাদি দেওয়া হইত। প্রথম পক্ষ কোন দিনই দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন না এবং একটি গুদামে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হইয়া গেলে প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের ঋণ গ্রহীতার জন্য গুদামে নিযুক্ত করা হইত এবং সেখান হইতেই তাহার বেতন ভাতাদি প্রদান করা হইত। প্রথম পক্ষ কোন দিনই দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী ছিলেন না। আর ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই প্রথম পক্ষকে নৈমিত্তিক ছুটি, বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হইত। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী ছিল না বিধায় তাহাকে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাদি দেওয়া হইত না। ইং ৩-৩-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাব খোলার অনুরোধ করার কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার কথা সঠিক নয়। তাহার চাকুরী ইং ১-৩-৯৩ তারিখ অবসান করা হইয়াছে। তাহাকে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করার কথাটিও সঠিক নয়। প্রথম পক্ষকে অবসান করার পত্র ডাকযোগে তাহার নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাহাকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী ছিলেন বিধায় এবং একজন ঋণ গ্রহীতার গুদাম রক্ষকের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ার পরে অন্য কোন ঋণ গ্রহীতার গুদামে তাহাকে নিয়োগ করার সুযোগ না থাকায় তাহাকে অপসারণ করা হইয়াছে। তাই প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শাইতে বলা ও তাহাকে অপসারণের জন্য কোন তদন্তের ব্যবস্থা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহার নিয়োগপত্র বিবেচনা করারও কোন সুযোগ ছিল না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কোন কর্মচারী ছিলেন না বিধায় ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার বিধানমতে দাখিলকৃত এই মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা যায় কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় ১, ২ ও ৩ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হইতেও একজন স্বাক্ষী প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে তাহার মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, চাকুরীর জন্য তিনি সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ উহা অস্বীকার করেন নাই। তাহাকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগদানের কথা তিনি জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি জেরার সময় আরও স্বীকার করেন যে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য তিনি মৌখিক অনুরোধ করিলেও লিখিত দরখাস্ত দাখিল করেন নাই। তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, ইং ১-৩-৯৩ তারিখ তাহাকে লিখিতভাবে চাকুরী হইতে রিলিজ করা হইয়াছে এবং ডাকযোগে রিলিজের আদেশ প্রদান করা হইলেও প্রথম পক্ষ উহা রাখিতে অস্বীকার করেন। উক্ত বিষয়ে স্বাক্ষী অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জনাব তোফাজ্জল হোসেন, অফিসার রূপালী ব্যাংক, ডি, বি, রোড, নারায়ণগঞ্জ তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের নিয়োগপত্রে কোন পার্টির কথা উল্লেখ নাই এবং গুদামে কাজ না থাকিলে প্রথম পক্ষকে ব্যাংকে কাজ করান হইত। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে বেতন দেওয়া হইত বিভিন্ন গুদামে কাজ করার জন্য। কিন্তু জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, উহাতে পার্টির কোন দস্তখত নাই এবং উহা তাহাদের তৈরী করা। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ইং ৪-৩-৯৩ তারিখ পর্যন্ত হাজিরা খাতায় প্রথম পক্ষকে হাজির দেখান হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। আর প্রথম পক্ষের স্থানীয় ঠিকানায় তাহাকে কোন পত্র দেওয়া হয় নাই। ইং ১-৩-৯৩ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষের চাকুরী অবসান করা হইয়া থাকিলে ইং ৪-৩-৯৩ তারিখ পর্যন্ত হাজিরা খাতায় তাহাকে হাজির দেখানোর যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্বীকৃত মতে ইং ৫-৭-৭৭ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষকে স্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হয় মাসিক ৩৬০ টাকা বেতনে নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ দ্বারা। ইহাও স্বীকৃত যে, উক্ত নিয়োগ পত্রে কোন পার্টির নাম উল্লেখ নাই। তা'ছাড়া নিয়োগপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ৩,০০০ টাকা ক্যাশ-সিকিউরিটি এবং ১০,০০০ টাকার সিকিউরিটি বন্ড প্রদান করিতেও বলা হইয়াছে। নিয়োগের পর হইতেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করার দিন পর্যন্ত তিনি একাধারে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। আর গুদামে কাজ না থাকিলে তাহাকে ব্যাংকের কাজে নিয়োগ করা হইত। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করার সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেন নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার বেতন ভাতাদি সরাসরি তাহাকে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হইত ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীদের মত। প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন বিধায় ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। সেখানে Their lordship have observed-"The term temporary worker" as a connotation which is different from popular and dictionary meaning of the term. Having regard to the language employed in the sub-section of the Act, a worker in order to be treated as permanent worker need not require appointment on permanent basis, it will be sufficient if he has satisfactorily completed the period of probation."

যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু প্রথম পক্ষ নিয়োগপত্রের শর্তাদি গ্রহণ করিয়া চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেহেতু উভয় মোকদ্দমা একই প্রকৃতির। স্বীকৃতমতে নিয়োগদানের তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ একাধারে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাকে যে ঋণ গ্রহীতার পক্ষ হইতে নিয়োগদান করা হইয়াছিল এবং তাহাদের হিসাব হইতেই তাহাকে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হইত উহা প্রমাণ করিতে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। আর ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শ্রমিককে একজন স্থায়ী শ্রমিকের মত বাৎসরিক ছুটি, নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বোনাস ইত্যাদিসহ প্রায় সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করারও কোন কারণ থাকিতে পারে না। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। স্বীকৃত মতে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অব্যবহতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে যে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উহা টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর নয়। প্রথম পক্ষের অব্যাহতির আদেশ টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর না হওয়ায় একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া আইনানুযায়ী তদন্ত পূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি বা বরখাস্ত করিতে পারিতেন (প্রমাণ সাপেক্ষে)। তাই প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে অব্যাহতির আদেশ আইনতঃ টিকিতে পারে না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগ করা যায় না। অপরদিকে শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করা যাইতে পারে।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন এবং তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতির যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে উহা যুক্তি-সংগত হয় নাই। তাই প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়কে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

ঢাকা।

তারিখ ঃ ১০/১২/৯০

অভিযোগ মামলা নং ৫০/১৯৯৪ ইং

মোঃ কাজল মিয়া,
পিতা আলী চাঁন মিয়া,
চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র,
ওয়ার্ড নং ৮,
পোঃ ডেমরা বাজার,
থানা রূপগঞ্জ,
জেলা নারায়ণগঞ্জ।

.. .. প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সান্তনা টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিঃ,
১৭০, শান্তিনগর, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপক,
সান্তনা টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিঃ,
থানা রূপগঞ্জ, জেলা নারায়ণগঞ্জ।

.. .. দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতিঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ৩১-১-১৯৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ২-৭-১৯৮৬ ইং তারিখ হইতে ২য় পক্ষের অধীন তাঁতী হিসাবে কাজে যোগদান করিয়া ৫-৬-১৯৮৭ ইং তারিখ সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি পান। যদিও তাহাকে সুপারভাইজার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয় কিন্তু তাহার কোন প্রশাসনিক, ম্যানেজারিয়াল ও সুপারভাইজারী দায়-দায়িত্ব ছিল না। তিনি ম্যানেজারের নির্দেশ মোতাবেক যখন যে সময় যে কাজের প্রয়োজন সেখানেই কাজ করিতেন। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান ভাল। প্রথম পক্ষ মাসিক ১,৮০০ টাকা বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইতেন। ২৩-৩-১৯৯৪ ইং তারিখ ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে জানান যে, ১-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ হইতে তাহাকে কাজে রাখা যাইবে না।

২৬-৩-১৯৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ কাজে বিরত না রাখার আবেদন জানাইলে তাহাকে ২নং দ্বিতীয় পক্ষ ৭-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত কাজ করিতে দেন। ঐদিন অর্থাৎ ৭-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ হঠাৎ প্রথম পক্ষকে গালিগালাজ করেন এবং কাজে আসিতে নিষেধ করেন। পরের দিন শনিবার অর্থাৎ ৯-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ কাজ করিতে গেলেও তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই এবং তাহাকে আগামীকাল আসিতে বলিয়া ঘুরাইতে থাকে। ১৬-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান অনুমতি চাহিয়া ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রী ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাইলে উহার কোন প্রতিকার পান নাই। অতঃপর ২৪-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ ও ৭-৫-১৯৯৪ ইং তারিখ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া রেজিস্ট্রী ডাকযোগে আরও দুইখানা দরখাস্ত প্রেরণ করিলেও উহার কোন প্রতিকার পান নাই। তাই বাধ্য হইয়া ৫-৬-১৯৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ পাইয়া ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পত্র প্রদান না করিয়াই তাহাকে ২৩-৭-১৯৯৪ ইং তারিখ তদন্তে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত তদন্ত নোটিশ পাওয়ার পর প্রথম পক্ষ ২১-৭-১৯৯৪ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমার শুনানী না হওয়া পর্যন্ত তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু উহার কোন প্রতিকার না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ২৫-৭-১৯৯৪ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ৪-৮-১৯৯৪ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষ একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ না দিয়া ১০-৮-১৯৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষের অনুযোগ পত্র অগ্রাহ্য করেন। তাই তাহার বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি আইনের চোখে অচল। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের একজন সুপারভাইজার ছিলেন এবং তিনি সুপারভাইজারী কাজ করিতেন। তিনি ৯-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ বিনা অনুমতিতে কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকেন। ৪-৬-১৯৯৪ ইং তারিখের রেজিস্ট্রী পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ পত্র প্রাপ্তির ৩ দিনের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করার নির্দেশ প্রদান করিলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাজে যোগদান না করিয়া ১১-৬-১৯৯৪ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে যোগদান পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষকে অসদাচরণের অভিযোগে ২৮-৬-১৯৯৪ ইং তারিখ অভিযুক্ত করা হয় এবং অভিযোগ পত্র রেজিস্ট্রী ডাকযোগে তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি উহার কোন উত্তর দেন নাই এবং তাহাকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ২৩-৭-১৯৯৪ ইং তারিখের একখানা পত্র পান তদন্ত স্থগিত রাখার জন্য। কিন্তু তাহাকে ২৫-৭-১৯৯৪ ইং তরফাভাবে তদন্ত করা হয়। ২৬-৭-১৯৯৪ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ২১-৭-১৯৯৪ ইং তারিখের একখানা পত্র পান তদন্ত স্থগিত রাখার জন্য। কিন্তু তাহাকে ২৫-৭-১৯৯৪ ইং তারিখ অসদাচরণের অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং বরখাস্ত পত্র রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং আইনানুযায়ী একতরফা তদন্ত হইয়াছে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) এই মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ও ২ঃ—

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করিয়াছেন। তিনি তাহার জবান বন্দিতে তাহার মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শনী ১—৭ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁতী হিসাবে কাজে যোগদানের কোন কাগজপত্র তাহার নাই এবং তাহার মাসিক বেতন ও ভাতাদির কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে গালিগালাজ করার বিষয় মালিকের নিকট জানান নাই এবং তিনি দ্বিতীয় পক্ষের ৪-৬-১৯৯৪ ইং তারিখের কাজে যোগদান করার পত্র পাওয়ার পরে কাজে যোগদান করিতে গেলেও ম্যানেজার তাহার সহিত কথাবলেন নাই। তাই তিনি ঐদিন সন্ধ্যার পর জি, পি, ও হইতে ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠান। আর ২৮-৬-১৯৯৪ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত কোন অভিযোগ পত্র তিনি পান নাই। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী জনাব মোঃ নুরুল আলম বিশ্বাস, ফ্যাক্টরী ম্যানেজার, তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদের মিলে ম্যানেজার তিনি একাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের ডাকযোগে প্রেরিত যোগ-দান পত্র সম্বন্ধে তাহাকেকিছু জানান নাই এবং অনুযোগ পত্র পাওয়ার পরে প্রথম পক্ষকে ব্যক্তিগত শুনানীতে ডাকা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীকে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা অস্বীকার করেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ কাজে যোগদানের জন্য পর পর তিনটি দরখাস্ত দাখিল করিলেও প্রশাসন তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। আর তাহাকে ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা চলাকালীন সময় চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ কোন অভিযোগ পত্র পান নাই এবং একতরফাভাবে তদন্ত হয়। উক্ত তদন্ত নিরপেক্ষ ছিল না ও প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ৯-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ কোন রকম পূর্ব অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় পক্ষ কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকেন এবং তাহাকে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কাজে যোগদান করিতে বলা হইলেও তিনি কাজে যোগদান করেন নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া কাজে যোগ-দান না করিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে যোগদান পত্র পাঠাইয়াছিলেন এবং তদন্ত স্থগিত রাখার জন্য প্রথম পক্ষের দরখাস্ত তদন্তের দুই দিন পরে পাওয়া যায়।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু সুপারভাইজার হিসাবে তাহার কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল এমন কোন প্রমাণ দ্বিতীয় পক্ষ দিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহাকে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহাকে ৭-৪-১৯৯৪ ইং তারিখের পরে আর কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ ৯-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ হইতে বিনা অনুমতিতে কাজ হইতে বিরত থাকেন। ১৬-৪-১৯৯৪, ২৪-৪-১৯৯৪ এবং ৭-৫-১৯৯৪ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী ২ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, তিনি উক্ত দরখাস্ত দ্বারা কাজে যোগদানের আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি যে রেজিষ্ট্রী ডাক-যোগে উহা প্রেরণ করিয়াছেন সেই মর্মে পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী ২ (ক) সিরিজ দাখিল

করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ তদন্ত নোটিশ, প্রদর্শনী ৩ পাওয়ার পরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা শুনানী না হওয়া পর্যন্ত তদন্ত স্থগিত রাখার প্রার্থনা করিয়া যে, দরখাস্ত দাখিল করেন উহা, প্রদর্শনী ৪ এবং পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী ৪(ক) চিহ্নিত হইয়াছে। আর তাহার বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী ৫ দ্বারা বরখাস্ত করার পরে তিনি স্বীকৃতমতে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী ৬ প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা প্রথম পক্ষের প্রেরিত অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী ৬ পাওয়ার পরে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীতে ডাকা হয় নাই। অনুযোগ পত্র পাওয়ার পর প্রথম পক্ষকে ব্যক্তিগত শুনানীতে না ডাকিয়া উহা অগ্রাহ্য করার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোধগম্য নহে। আর দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ ৯-৪-১৯৯৪ ইং তারিখ হইতে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থল হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে প্রথম পক্ষ কর্তৃক বার বার কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র প্রেরণ এর যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ পত্র প্রথম পক্ষ যে পাইয়াছেন এমন কোন প্রমাণও দ্বিতীয় পক্ষ দিতে পারেন নাই। আর প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তদন্ত স্থগিত রাখার দরখাস্ত দ্বিতীয় পক্ষ তদন্তের দুইদিন পরে পাইয়াছেন উহার কোন প্রমাণও নথিতে নাই। একজন চাকুরীজীবী ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সুযোগ দিবেন ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে না দেওয়ার কারণে তিনি ৩৩/৯৪ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন। উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ পাওয়ার পরে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া একতরফা তদন্তপূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে ডিস-মিস করারও কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ চাকরীতে পুনর্বহালের জন্য শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত মতামত প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মোকদ্দমাটি খারিজ করার জন্য লিখিত সুপারিশ করিয়াছেন। উপরের আলোচনার আলোকে শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যের মতামতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি। তাই সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল এবং তিনি তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ৩১-১-১৯৯৫

অভিযোগ মামলা নং-৭/১৯৯৪

মোঃ সামসুল হক,
প্রযত্নেঃ এইচ ওমর ফারুক,
৭৭/১, শেরে বাংলা রোড,
রায়ের বাজার, ঢাকা।

.....প্রথম পক্ষ।

.....বনাম.....

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
এস, কে রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

.....দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ৩১-১-৯৫।

—ঃ রায় ঃ—

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ইং ২৬-২-৯২ তারিখ স্টার সিন্ডিকেট এইচ, ৭৯ ব্লক বি, ৯/১, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রোড, ঢাকা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। উক্ত নিয়োগ প্রাপ্তির পর ইং ৩০-৮-৯৩ তারিখ ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে জুলেখা ট্রেডার্স ও মেসার্স রানী ট্রেডার্স এর র‍্যালি ব্রাদার্স এ দায়বদ্ধ গুদামে রক্ষক হিসাবে স্থায়ী করেন। উক্ত তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক সেখানে কাজ করিতেন। তাছাড়া ২ নং ২য়ঃ পক্ষের নির্দেশে তিনি মেসার্স স্টার সিন্ডিকেটের গুদামে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিতেন। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে মাসিক মোট ২,০৮৫ টাকা পাইতেন। ইহাছাড়াও তিনি দৈনিক ১৩ টাকা হারে ওয়েলফেয়ার ও রিক্রিয়েশন ভাতা পাইতেন। গুদামে কাজ না থাকিলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকে বিভিন্ন কাজ করিতেন। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক একজন স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইলেও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ প্রদান করেন নাই। তাই উক্ত সুবিধা যাহাতে প্রদান করেন সেজন্য প্রথম পক্ষ ২য়ঃ পক্ষের বিরুদ্ধে ৫১/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। প্রথম পক্ষ ডাক্তারী

সনদপত্র সহ ইং ২৮-১২-৯৩ তারিখ ছুটির দরখাস্ত দাখিল করিয়া ছুটিতে যান এবং ছুটিতে থাকাকালীন ২নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষের বাড়ীর ঠিকানায় একটি বরখাস্ত পত্র প্রেরণ করেন। যাহা প্রথম পক্ষ ইং ৫-১-৯৫ তারিখে পান। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ৫১/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করার আক্রোশে মিথ্যা অভিযোগে প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-১২-৯৩ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(১) ধারার বিধান মতে কোন অভিযোগ আনয়ন করেন নাই এবং কোন তদন্তও হয় নাই। প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগও প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ১০-১-৯৪ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন যাহা ২ নং ২য়ঃ পক্ষ রাখিতে অস্বীকার করেন। আর ১ নং ২য়ঃ পক্ষ অনুযোগ পত্র পাওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই বকেয়া মজুরীসহ প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্তে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক নয় বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া তাহার নিয়োগকারী মেসার্স স্টার সিন্ডিকেটকে পক্ষ না করায় মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে দোষিত। আর প্রথম পক্ষের কথিত নিয়োগকারী, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক লিঃ, এস, কে রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করার কারণেও মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষকে অস্থায়ীভাবে ঋণগ্রহীতার ফার্মে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতেই তাহার বেতন প্রদান করা হইত। তাই প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। উপরোক্ত অবস্থায় মোকদ্দমাটি ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে অচল কি ?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় —১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষকে, প্রদর্শনী-১ দ্বারা মেসার্স স্টার সিন্ডিকেট কর্তৃক ইং ২৬-২-৯২ তারিখ নিয়োগদান করা হয়। আর রূপালী ব্যাংক লিঃ, এস, কে রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক তাহার অফিস নির্দেশ দ্বারা ইং ৩০-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষকে তাহাদের খাতক মেসার্স জুলেখা ট্রেডার্স এবং মেসার্স রানী ট্রেডার্স এর র‍্যালী ব্রার্দাসের দায়বদ্ধ গুদামে গুদামরক্ষক হিসাবে বহাল করেন। তাহাকে একই সাথে স্টার সিন্ডিকেটের গুদাম রক্ষক হিসাবেও বহাল রাখা হয়। উক্ত পত্র, প্রদর্শনী-২ এ নিয়োগ শব্দটি কাটিয়া "হিসাবে বহাল" কথাটি হাতে লেখা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে নিয়োগ করা হয় বিধায় মেসার্স স্টার সিন্ডিকেটকে এই মোকদ্দমায় পক্ষ করার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমি মনে করি। আর বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতার বিভিন্ন

গুদামে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষ নির্দিষ্ট কোন ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী নহে। ইং ২৭-১২-৯৩ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৪ দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক (২ নং ২য়ঃ পক্ষ)। তাই দেখা যায় যে, ২ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ৩০-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষকে মেসার্স জুলেখা ট্রেডার্স ও মেসার্স রানী ট্রেডার্সের র‍্যালী ব্রাদার্সের দায়বন্ধ গুদামে গুদামরক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করিয়া মেসার্স স্টার সিন্ডিকেটের গুদাম রক্ষক হিসাবেও বহাল থাকার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে তিনিই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দিতে আরজিতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ দেন এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণ করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ইং ৩০-৮-৯২ তারিখ ২ নং ২য়ঃ পক্ষ তাহাকে গুদামে রক্ষক হিসাবে স্থায়ী করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে তিনি তিনটা গুদামেই কাজ করিতেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ইং ৮-১-৯৪ তারিখ তিনি বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৪ পায় এবং ইং ১০-১-৯৪ তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৫ প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষ হইতে তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনে কোন কাগজপত্রও দাখিল করা হয় নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে স্টার সিন্ডিকেট কর্তৃক নিয়োগদান করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নয়। তাই স্টার সিন্ডিকেটকে পক্ষ না করায় মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে দোষিত। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ একজন সিকিউরিটি কর্মচারী বিধায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রদর্শনী-২ দ্বারা ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষকে নিয়োগদান করিয়াছেন গুদামরক্ষক হিসাবে কিন্তু গুদাম চৌকিদার হিসাবে নহে। সুতরাং তিনি আইনানুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগদান প্রাপ্ত একজন শ্রমিক। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং এই মোকদ্দমা দায়ের করার কারণে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৫১/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করা হয়। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে পরবর্তীতে নিয়োগদান করায় স্টার সিন্ডিকেটকে এই মোকদ্দমায় পক্ষ করার কোন প্রয়োজন নাই। আর প্রথম পক্ষ আইনানুযায়ী একজন শ্রমিক হওয়ায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতেও কোন বাধা নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আণয়ন করা হয় নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্তও করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আণয়ন না করিয়াও আইনানুযায়ী কোন অভিযোগের তদন্ত না করিয়া বিভাবে একজন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইল ইহা বোধগম্য নহে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। উভয় সদস্যই এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মেও মতামত প্রদান করেন যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যও এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, এই জাতীয় আইনের লংঘন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। আমিও বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত একমত পোষণ করি যে, দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে কোন অভিযোগের তদন্ত না করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এই বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে এই মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে অচল নয় এবং মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতেও কোন বাধা নাই। আর সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে বিধায় তিনি তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে অদ্য হইতে ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখ: ৩১-১-১৯৯৫ ইং

অভিযোগ মামলা নং-১৮/১৯৯৪

আবদুছ ছালাম,
গোডাউন চৌকিদার,
এস, কে, রোড শাখা,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
নারায়ণগঞ্জ।

.. ..প্রথম পক্ষ।

.....বনাম.....

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
এস, কে রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

.....দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ: ২৭-১২-৯৪।

—ঃ রায় ঃ—

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১১-৭-৮২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে গোডাউন চৌকিদার হিসাবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন নাই। যদিও তিনি ব্যাংকের কর্মচারী হিসাবে অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বার বার আবেদন করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মতে কোন শ্রমিক একাধারে ৩ মাস কাজ করিলে তিনি স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। কিন্তু উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় সেই গুদামে গুদাম চৌকিদার হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। কোন গুদামে কাজ না থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশে ব্যাংকেও কাজ করিয়া থাকেন। প্রথম পক্ষের কাজের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি পান এবং তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্তি সরাসরি ব্যাংকে প্রথম পক্ষের নামের হিসাবে জমা হয় অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের মত। কিন্তু প্রথম পক্ষকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং পদোন্নতির জন্যও তাহাকে বিবেচনা করেন নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২২-২-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। ১ নং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত পত্র পাওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করেন নাই। ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অনুযোগ পত্র রাখিতে অস্বীকার করেন। তাই প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মতে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা দায়েরের কোন কারণ উল্লেখ না করায় ইহা ডিসমিস যোগ্য। প্রথম পক্ষের দরখাস্তের ভিত্তিতে তাহাকে অস্থায়ীভাবে ঋণ গ্রহীতা মেসার্স হায়দার উইভিং ফ্যাক্টরীর গুদাম চৌকিদার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী বিধায় তাহার হিসাব হইতেই তাহার বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ কোনদিনই দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী ছিলেন না। তাই তাহাকে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ প্রদানের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট গুদামে গুদাম চৌকিদার হিসাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইয়াছে বিধায় স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কোন নির্দিষ্ট গুদামের কাজ শেষ হইয়া গেলে প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে অন্য ঋণ গ্রহীতার গুদামে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। এ ভাবেই প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুদামে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। প্রথম পক্ষকে ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতা-জনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি দেওয়া হইত। কিন্তু ব্যাংকের কোন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার গুদামে অস্থায়ী ভিত্তিতে গুদাম চৌকিদার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয় বিধায় তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা এবং পদোন্নতির প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণের কথা সত্য নয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার অস্থায়ী গুদাম চৌকিদার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে বিধায় তাহাকে ৩ মাসে পরে স্থায়ী করার প্রশ্নই উঠে না। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়– ১ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। উভয় পক্ষ তাহাদের নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করেন। প্রথম পক্ষ নিজে তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তিনি ইং ১১-৭-৮২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন গুদাম চৌকিদার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান ভাল। কোন গুদামে কাজ না থাকিলে তাহাকে ব্যাংকে কাজ করিতে হয় এবং তাহাকে বিভিন্ন গুদামে বদলী করা হয়। কিন্তু তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইলেও ভবিষ্যৎ তহবিলের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নাই। উক্ত বিষয়ে তিনি অনুযোগ পত্রপ্রেরণ করিয়াও কোন ফল পান নাই। তিনি তাহার নিয়োগ পত্র, বদলীর আদেশ, কৈফিয়ত

তলবের আদেশ, উহার জবাব, অনুযোগ পত্র, রেজিষ্ট্রী খাম, প্রদর্শনী-১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৫(১) সিরিজ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাকে ওয়ার্ক চার্জ ভিত্তিতে প্রথম নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষে বিমল চন্দ্র সাহা, অফিসার, এস, কে, রোড, শাখা, রূপালী ব্যাংক লিঃ, নারায়ণগঞ্জ—তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষ এই পর্যন্ত ৭টা গুদামে কাজ করিয়াছেন এবং তাহারাই তাহাকে বিভিন্ন গুদামের কাজে প্রেরণ করেন। আর প্রদর্শনী-খ সিরিজের বেতনের হিসাবের বিবরণী) খাতকের কোন নাম নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ১ নং ২য়ঃ পক্ষ গ্রীভান্স পিটিশন পাইয়াছেন কি না বলিতে পারেন না। প্রথম পক্ষকে ওয়ার্ক চার্জ ভিত্তিতে প্রথম নিয়োগ করা হইলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুদামে যে নিয়োগ করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কোন নিয়োগ পত্র দ্বিতীয় পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। আর স্বীকৃতমতে দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১১-৭-৮২ তারিখ হইতে একটানা (without break) বিভিন্ন গুদামে ও গুদামে কাজ না থাকিলে ব্যাংকে কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষকে বেতন ভাতাদি সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হইত ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীদের মত। প্রথম পক্ষকে খাতকের হিসাব হইতে বেতন প্রদানের যে বিবরণী দাখিল করা হইয়াছে (প্রদর্শনী-খ) উহাতে স্বীকৃত-মতে কোন খাতকের নাম নাই। আর একজন স্থায়ী শ্রমিকের মত প্রথম পক্ষকে নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ কোন চ্যালেঞ্জ করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে গুদাম চৌকিদার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় ৪৬ ডিএলআর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক সেখানে—Their Lordship's have observed, "The term temporary worker" has a connotation which is different from popular and dictionary meaning of the term. Having regard to the language employed in the sub-section of the Act, a worker in order to be treated as permanent worker need not require appointment on permanent basis. It will be sufficient if he has satisfactorily completed the period of probation."

যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগপত্রের শর্তাদি স্বীকার করিয়া চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন বিধায় উপরোক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, নিয়োগদানের তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ একাধারে (without break) ২য়ঃ পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন বিধায় ও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে নিয়োগদান করায় উপরোক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমিও বিজ্ঞ-আইনজীবীর সহিত একমত পোষণ করি যে, প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে ২য়ঃ পক্ষের অধীন কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন। যদিও ২য়ঃ পক্ষের স্বাক্ষী তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ কোন অনুযোগ পত্র পান নাই। কিন্তু জেরার সময় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১ নং দ্বিতীয় পক্ষ অনুযোগ পত্র পাইয়াছেন কি না তিনি বলিতে পারেন না। আর প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী রেজিষ্ট্রী চিঠি এবং রেজিষ্ট্রী রশিদ, প্রদর্শনী-৫(১) সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, ১ ও ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র রেজিষ্ট্রী ডাকে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ উহা রাখিতে অস্বীকার করায় তাহার নামীয় অনুযোগ পত্র ফেরত আসিয়াছে। তাই কোনভাবেই বলা যায় না যে, প্রথম পক্ষ অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন নাই। উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও আইনের চোখে অচল নয় এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ইং ১১-৭-৮২ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখ : ২৭-১২-৯৪ ইং

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।